দৈনিক ইত্তেফাক

24 DEC 1991

তারিখ 24 DEC 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

স্কুল মেরামতের আবেদন

বরগুনা জেলার বামনা উপজেলাধীন আমতলী গ্রামের আমতলী সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই প্রাইমারী বৃত্তি লাভ করিতেছে। দুঃখের বিষয়, বিদ্যালয়টির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত করুণ। বিদ্যালয়টি প্রায় ৪০ বছর যাবৎ মেরামত করা হয় নাই। যে কোন সময় ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ার আশংকা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, অবিলম্বে বিদ্যালয়টি মেরামতের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হউক।

—মোঃ আঃ সালাম সিকদার, গণিত সম্মান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

নৈর্ব্যক্তিক অভিক্ষা প্রসঙ্গে

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক অভিক্ষা বা অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নকল প্রবণতা দূরীকরণের লক্ষ্যেই নৈর্ব্যক্তিক অভিক্ষার প্রবর্তন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে মাত্র পাঁচশ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কতখানি কল্যাণকর বা অকল্যাণকর তাহা ভাবার বিষয়। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে পাঁচশ' প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ নিশ্চয় কোন উদ্যোগী পদক্ষেপ নয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মূল পাঠ্যবই অপেক্ষা 'টাস্ক ফোর্স' কর্তৃক প্রকাশিত বইটির উপরই নির্ভরশীল হইতে দেখা যাইতেছে। টাস্ক ফোর্সের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্কুলে দুইটি পরীক্ষা নেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেছে, যে উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সফল হয় নাই। বরং হিতে বিপরীত হইয়াছে। আমরা পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী চাই না। যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েই আমাদের দরকার। আমরা মনে করি নৈর্ব্যক্তিক অভিক্ষা একটি মহৎ ব্যবস্থা। কিন্তু এই প্রথাকে টাস্ক-ফোর্স কর্তৃক প্রকাশিত নমুনা প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যবই অধ্যয়নে বাধ্য হয়। এই ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—মোঃ মুরছালিন আকন, ৬৮/৮-বি, ঝিকাতলা, ঢাকা।

বারুয়াখালী ইউনিয়নে হাই স্কুল চাই

আমরা ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার বারুয়াখালী ইউনিয়নের অধিবাসী। আমাদের পাশাপাশি দুইটি ইউনিয়নে (জয়কৃষ্ণপুর, বারুয়াখালী) কোন হাইস্কুল না থাকায় ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। পরিতাপের বিষয়, অত্র ইউনিয়নে কোন উচ্চ বিদ্যালয় না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের ৩/৪ মাইল দূরের স্কুলে গিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের পায়ে হাঁটিয়া তিন-চার মাইল পথ যাওয়া-আসা কষ্টকর। সরকার মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল ইউনিয়নে কোন জুনিয়র স্কুল বা হাই স্কুল নাই, সেইসব এলাকার মেয়েরা সরকারের এই সুযোগ হইতেও বঞ্চিত হইতেছে। যদি সরকার গ্রামের মেয়েদেরকে সত্যিকারভাবে লেখাপড়ার দিকে উৎসাহিত করিতে চান, তবে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হাইস্কুল অথবা জুনিয়র হাইস্কুলে উন্নীত করিতে হইবে। তাহা হইলে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হইবে। বারুয়াখালী ইউনিয়নে হাইস্কুল স্থাপনের সকল সুব্যবস্থা রহিয়াছে। বারুয়াখালী ইউনিয়নে একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

—মোঃ তোফাজ্জল হোসেন খান (পংখু), গ্রাম : বারুয়াখালী, ডাকঘর : হাট-বারুয়াখালী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২২।

55